## সা ত দি ন

**১৫ জানুয়ারি :** শ্রমিক হত্যার গুজব ছড়িয়ে রাস্তা অবরোধ, লুটপাট, মিরপুর অচল। পোশাক শ্রমিকদের ভাঙচুর সংঘর্ষ।

উপদেষ্টাদের দফতর পুনর্বিন্যাস, এম এ মতিন স্বরাষ্ট্রে।

**১৬ জানুয়ারি :** ঢাবিতে অচলাবস্থা ॥ শিক্ষকদের কর্মসূচি, ছাত্রদের আল্টিমেটাম।

সংবিধান অনুযায়ী কমিশন সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেছে– নারায়ণগঞ্জে প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল কলেজের অধ্যক্ষ, ইনস্ট্রাক্টর ও ছাত্রসহ চারজন গ্রেপ্তার।

**১৭ জানুয়ারি :** শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা চাঁদাবাজি মামলার কার্যক্রম স্থগিত।

১০ রাজাকারের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা।

ঢাবিতে উত্তাপ বাড়ছে ॥ কলাভবনে কালো পতাকা।

**১৮ জানুয়ারি :** সংলাপ : আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের অপেক্ষায় আওয়ামী লীগ।

মায়ের লাশ ঢাকায় আনা হচ্ছে, প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন খালেদা জিয়া।

সালাম পিন্টু রিমাণ্ডে : হামলার ছক তৈরি হয় তিন মাস আগে।

ডা. সোহেল হত্যার অভিযোগে গৃহকর্মীসহ গ্রেপ্তার ৪।

**১৯ জানুয়ারি :** দুই পুত্রসহ খালেদা জিয়া প্যারোলে মুক্ত। মাকে শেষবারের মতো দেখার পর আবার কারাগারে।

এ সপ্তাহেই ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ঢাবি ভিসি।

রাজনৈতিক দল সংলাপ চায়, পরিবর্তন অব্যাহত রাখতে ঐকমত্যের তাগিদ।

সম্ভব হলে আগামী বাজেটের আগেই নির্বাচন দিন। সেমিনারে সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান।

**২১ জানুয়ারি :** ঢাবি'র কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে প্রেসব্রিফিং। বাজার পর্যবেক্ষণে নেমেছে র‍্যাব।

# 'সং' হওয়াই লাভ সংলাপ

**কিংশুক রহমান**

আমাদের সংলাপের রাশি ভালো না। বৃহস্পতি না হয়ে আমাদের সংলাপগুলোয় সবসময় শনির দশাই ভর করে। সবধরনের সংলাপেরই একই অবস্থা। সেটা অভ্যন্তরীণ বিষয় কিংবা আন্তঃদেশীয় যে সংলাপই হোক না কেন। ভারতের সঙ্গে গত দুই যুগের কোনও সংলাপই সফল হয়নি। বহু জায়গায় বহু 'জল' গড়ালেও গঙ্গা ওরফে পদ্মার পানি নিয়ে ভারতের গড়াগড়ি এখনও বন্ধ হয়নি। ট্রেন আসি আসি করে বাঁশি বাজিয়ে যায়; কিন্তু দুদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিস চালু হয়নি।

আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংলাপেরও অবস্থা একই। স্মরণকালের ইতিহাসে যত সংলাপ হয়েছে তার সুরতহাল বা পোস্টমর্টেম রেজাল্ট দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সংলাপগুলোতে আলোচনার তুবড়ি ফোটে, ময়দান গরম হয়, একের পর এক ধোঁয়া-ওড়া চায়ের পেয়ালাও খালি হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। আলোচনার নতুন তারিখ দিয়ে শেষ হয় সংলাপ। বেশির ভাগ সময় তাও হয় না। কোনও ধরনের ঐকমত্য ছাড়াই সংলাপ শেষ।

তারপরও সংলাপ বিষয়টির প্রতি আমরা

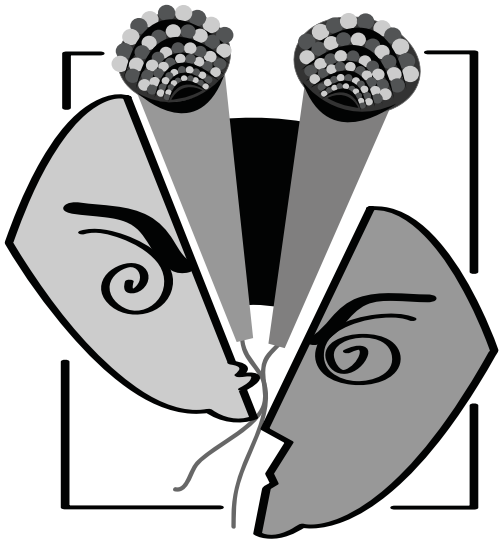

বিশেষ ধরনের টান অনুভব করি। ফলে কোনও ইস্যু পেলেই সংলাপে বসতে আগ্রহী হই আমরা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা যখন গণতন্ত্রের স্বাদ সবেমাত্র বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই সংলাপ বিষয়টির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। গণতন্ত্রই আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছে। গণতন্ত্র যেহেতু সবার মতামত নিতে চায়, তাই কী আর করা– বসো সংলাপে! এরপর বহু সংলাপের সাক্ষী আমরা। তবে সবগুলোই ব্যর্থ। এমনকি এক সময়কার কমনওয়েলথ মহাসচিব স্যার নিনিয়ান একবার আমাদের রাজনৈতিক সংলাপে নাক গলিয়েও তা ফলপ্রসূ করতে পারেননি।

গত এক বছরে আমরা একটি ব্যর্থ এবং একটি অসমাপ্ত সংলাপ উপভোগ করেছি। জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার আগে আগে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ের সেই সংলাপের কথা সবারই মনে থাকার কথা। আহা! কত না নাটক হলো তা নিয়ে! অল্প কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আরও একটি সংলাপ দেখার সুযোগ ঘটবে আমাদের। তা নিয়েই এখন রাজনৈতিক এবং সরকারি মহলে জোর প্রস্তুতি চলছে। পুরো ঝেড়ে না কাশলেও চাপা কণ্ঠে তার আভাস মিলছে মিডিয়ার কল্যাণে। সরকারের এক নবাগত উপদেষ্টা সংলাপের ফরমান জানাতে ফোন করেছিলেন আওয়ামী লীগের এক তেজী প্রেসিডিয়াম সদস্যকে। তার বরাত দিয়ে বিষয়টি মিডিয়া চাউর করলেও উপদেষ্টা মহোদয় অবশ্য এ বিষয়ে কোনও আওয়াজ দেননি। তবে তিনি মুখ না খুললেও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অচিরেই যে সরকার সংলাপের দরজা খুলছে তা পরিষ্কার। বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন সেই বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এক বছর কাটানোর পর হঠাৎ খেয়াল করেছেন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বসা দরকার। তাদের দাবি-দাওয়া এবং মান-অভিমানের বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং তাদের সঙ্গে সংলাপ দরকার।

কিন্তু কীভাবে হবে সেই সংলাপ? এ নিয়েও

শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যেই দাবি তুলেছে ঢালাও সংলাপে আগ্রহী নয় তারা। প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে আলাদা আলাদা বসার দাবি তাদের। তাদের বক্তব্য, প্রত্যেকটি দলেরই আলাদা আলাদা এজেন্ডা এবং দাবি আছে। সুতরাং সংলাপে বসলে আলাদা আলাদাই বসা উচিত। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এক টেবিলে বসতে আপত্তি আছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। তার মানে সংলাপে বসার আগেই বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কোন স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপের টেবিলে বসবে সে বিষয়টিও স্পষ্ট না। সরকারি দলের নেতৃত্ব কোনও উপদেষ্টা দেবেন নাকি সরকারের কোনও সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা দেবেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটক শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তারা করেছিলেন) তা এখনও জানা যায়নি। অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলো দাবি করেছে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে বসতে আগ্রহী তারা। তবে এখন পর্যন্ত সরকারি তরফে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'প্রস্তাবিত' যে সংলাপ হতে যাচ্ছে তা কতটা সফল হবে এ নিয়েও ইতিমধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ কিছুদিন আগে নির্বাচন কমিশনও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসেছিল। কিন্তু সেই সংলাপ এখন অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। বিএনপিতে সংস্কারপন্থী এবং খালেদা জিয়াপন্থী দুটি ধারা তৈরি হওয়ায় নির্বাচন কমিশন কারও সঙ্গেই আলোচনা করতে পারেনি। যদিও তারা একপক্ষকে আলোচনার দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছিল কিন্তু অন্যপক্ষ আদালতে মামলা ঠুকে দেয়ায় বিষয়টি ঝুলে যায়। এখন পর্যন্ত বিষয়টি সুরাহা হয়নি। আসন্ন সংলাপকেও 'মামলা' বিষয়টি আক্রান্ত করতে পারে। কারণ সংলাপের টেবিলে বিএনপির এক পক্ষকেই ডাকতে হবে সরকারকে। সেক্ষেত্রে অন্যপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই আদালতের শরণাপন্ন হবে। তার মানে এই সংলাপও আইনি জটিলতায় পড়বে যদি সরকার বিএনপির দুপক্ষকে এক করতে না পারে।

আর যেহেতু আমাদের সংলাপের ইতিহাস খুবই করুণ, তাই সংলাপে বসার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কী বরাবরের গতানুগতিক 'সং' আলাপ চাই, নাকি সংলাপ চাই।

## প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩৬-এ, প্রতিবেদন 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ৭৪ কোটি টাকা অনিয়ম'-এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী। তিনি তার প্রতিবাদলিপিতে বলেন, নগদ ২৩ লাখ ২৭ হাজার ৬২ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়নি, এ কথা সত্য নয়। তিনি কোনও টাকা নেননি বা তার কাছে কোনও টাকা ছিল না। তৎকালীন অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮ কোটি ৯৯ লাখ ৮৪ হাজার ৪৯৫ টাকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ছিল। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের নামে ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ পাইয়ে দেওয়া থেকে কোনও উৎকোচ গ্রহণ করেননি। বর্তমান চেয়ারম্যান দাবিদার কবির আহমেদ খানের সঙ্গে যোগসাজশে ৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেননি। তার মতে, অভিযোগগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

সাপ্তাহিক ২০০০ মিথ্যা ও বানোয়াট প্রতিবেদন পরিবেশন করে না। সরকারি নিরীক্ষা অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারি নিরীক্ষায় ভুল থাকলে তার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ দায়ী নয়। উল্লেখ্য, সরকারি নথিপত্রগুলো প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত আছে।